রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ২, ১৯৮৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি বিধিমালা, ১৯৮৯

ঢাকা, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৯৬/২রা মে, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ১৪৫-আইন/৮৯—বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নং আইন)-এর ধারা ২৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

১। শিরনাম।—এই বিধিমালা বাংলাদেশ ঋণ সালিসি বিধিমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নং আইন);

(খ) "ধারা" অর্থ আইনের কোন ধারা;

(গ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালায় সংযুক্ত কোন ফরম।

৩। জমির বিক্রয় খায়খালাসী বন্ধক ঘোষণার দরখাস্ত।—১লা বৈশাখ, ১৩৮৯ বাংলা বা তৎপরবর্তী কোন সময় অনধিক তিন একর কৃষি জমির মালিক কোন কৃষক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা জীবন ধারণে অক্ষমতাজনিত অসহায়তার কারণে অনধিক ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে বা সমশ্রেণীর জমির বিক্রয়কালীন সময় স্থানীয় বাজার দর হইতে কম মূল্যে অনধিক এক একর কৃষি জমি বিক্রয় করিলে, তিনি বোর্ড গঠিত হইবার ছয় মাস বা বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রি হইবার ছয় মাস, যাহাই পরে হয়, এর মধ্যে উক্ত বিক্রয়কে সাত বৎসর মেয়াদী খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে ঘোষণা করিবার, উক্ত জমি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার এবং উক্তরূপ বন্ধকী মেয়াদের অতিক্রান্ত সময়ের জন্য উক্ত বন্ধকের আনুপাতিক অর্থ ন্যায়সংগত সহজ কিস্তিতে পরিশোধের আদেশ প্রদান করিবার জন্য ১ নং ফরমে তাঁহার নিজ উপজেলায় গঠিত বোর্ডের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

মূল্যঃ টাকা ৩·৩০

৪। **বিক্রয় বাতিলের দরখাস্ত।**—১লা বৈশাখ, ১৩৮৯ বাংলা বা তৎপরবর্তী কোন সময় অনধিক দুই একর কৃষি জমির মালিক কোন কৃষক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা জীবনধারণে অক্ষমতাজনিত অসহায়তার কারণে অনধিক তিশ হাজার টাকা মূল্যে অনধিক এক একর কৃষি জমি বিক্রয় করিলে এবং উক্ত জমির বিক্রয় মূল্য বিক্রয়কালীন সমশ্রেণীর জমির প্রচলিত বাজার মূল্য হইতে কম হইয়া থাকিলে, তিনি বোর্ড গঠিত হইবার ছয় মাস বা বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রি হইবার ছয় মাস, যাহাই পরে হয়, এর মধ্যে উক্ত বিক্রয় বাতিল ঘোষণা করিবার, বিক্রয় মূল্য সুদমুক্ত ঋণ হিসাবে গণ্য করিয়া ক্রেতা কর্তৃক ভোগদখলকালীন আয়ের সমপরিমাণ অর্থ উহা হইতে বাদ দিয়া পরিশোধ্য সুদমুক্ত ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার, পরিশোধ্য ঋণের ন্যায়সংগত কিস্তিবন্দী এবং উক্ত বিক্রীত জমি প্রত্যর্পণ করিবার নির্দেশ প্রদানের জন্য ২ নং ফরমে তাহার নিজ উপজেলায় গঠিত বোর্ডের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

৫। **জমি প্রত্যর্পণ নির্দেশ কার্যকর করার দরখাস্ত।**—(১) ধারা ৬(২) বা ধারা ৭(২) মোতাবেক বোর্ড বিক্রেতার নিকট বিক্রীত জমি প্রত্যর্পণ করার নির্দেশ প্রদান করিলে এবং ক্রেতা বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমি প্রত্যর্পণ না করিলে বা করিতে ব্যর্থ হইলে, বিক্রেতা বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক জমির দখল পাইবার জন্য উক্ত জমি যে উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর নিকট ক্রেতার সংখ্যার সমসংখ্যক বোর্ড নির্দেশে অনুলিপিসহ ৩ নং ফরমে দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) বোর্ডের নির্দেশের একটি অনুলিপিসহ ৪ নং ফরমে ক্রেতার উপর নোটিশ জারী করিবেন এবং নোটিশ জারীর পনর দিনের মধ্যে বিক্রেতার নিকট জমি প্রত্যর্পণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশ ক্রেতার স্থানীয় ঠিকানায় তাহার বা তাহার পরিবারের কোন বয়স্ক সদস্যের নিকট অর্পণ করিয়া এবং নোটিশের অনুলিপিতে নোটিশ গ্রহীতার দস্তখত বা টিপসহি গ্রহণ করিয়া জারী করা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী নোটিশ জারী করা সম্ভব না হইলে, নিকটস্থ স্থানীয় হাট-বাজারে ঢোল শহরতের মাধ্যমে নোটিশের বিষয়বস্তু প্রচার করিয়া এবং নোটিশের একটি অনুলিপি বোর্ডের অফিসে কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারী করা যাইবে এবং এই জারী করণের ফলে নোটিশটি যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) এই বিধির অধীন নোটিশ জারীর পনর দিনের মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট জমি প্রত্যর্পণ না করিলে বা ব্যর্থ হইলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রয়োজনবোধে পর্যাপ্ত বল প্রয়োগ করিয়া ক্রেতাকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিবেন এবং ঢোল শহরতের মাধ্যমে বিক্রেতাকে জমির দখল বুঝাইয়া দিবেন।

৬। **মহাজনী ঋণ লাঘবের দরখাস্ত।**—কোন মহাজনী ঋণ গ্রহীতা তৎকর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ, উহার উপর প্রদেয় সুদের ন্যায়সংগত হার ও পরিমাণ, পরিশোধ্য ঋণ ও উহার উপর প্রদেয় সুদের পরিমাণ এবং উক্ত নির্ধারিত ঋণ ও সুদের ন্যায়সংগত কিস্তি নির্ধারণের জন্য তাহার নিজ উপজেলায় গঠিত বোর্ডের নিকট ৫ নং ফরমে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

৭। **দস্তখত বা টিপসহিযুক্ত অলিখিত ষ্ট্যাম্প কাগজ প্রত্যর্পণের দরখাস্ত।**—১লা বৈশাখ, ১৩৮৯ বাংলা বা তৎপরবর্তী কোন সময়ে কোন মহাজনী ঋণ গ্রহীতা ঋণের জামানত হিসাবে তাহার দস্তখত বা টিপসহিযুক্ত অলিখিত ষ্ট্যাম্প কাগজ ঋণদাতার নিকট জমা দিয়া থাকিলে, তিনি বোর্ড গঠিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে উহা ফেরত পাইবার নির্দেশ প্রদানের জন্য ৬ নং ফরমে তাহার নিজ উপজেলায় গঠিত বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

৮। **দরখাস্তের অতিরিক্ত অনুলিপি।**—বিধি ৩, ৪, ৬ ও ৭-এর অধীন দাখিলকৃত দরখাস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট অপরপক্ষ বত্তজন হইবে দরখাস্তের সহিত উহার ততটি অনুলিপি এবং সহকারী জজের জন্য আরও একটি অনুলিপি বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৯। **দরখাস্ত গ্রহণ।**—(১) বিধি ৩, ৪, ৬ এবং ৭-এর অধীন দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত-ভাবে বা উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে বোর্ডের অধিবেশন অনুষ্ঠানের স্থানে ও সময়ে চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য বা পরবর্তীতে শুনানীর তারিখে বোর্ডের নিকট প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য দরখাস্তকারীর বা অপরপক্ষের পিতা, স্বামী, আপন ভাতা বা আইনতঃ অভিভাবক ব্যতীত অন্য কাহাকেও ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে না।

(৩) দরখাস্তের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দরখাস্তকারীর দস্তখত বা টিপসহি থাকিতে হইবে এবং দরখাস্তে বর্ণিত বিবরণ সত্য এই মর্মে দরখাস্তকারীকে দরখাস্তের শেষ দিকে তারিখযুক্ত প্রত্যয়নে দস্তখত বা টিপসহি করিতে হইবে।

১০। **উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্তকরণ।**—(১) দরখাস্ত দাখিল করিবার পর দরখাস্তকারী বা দরখাস্তে বর্ণিত কোন অপরপক্ষ মৃত্যুবরণ করিলে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য দরখাস্তের যে কোন পক্ষ বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বোর্ড প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আবেদনে বর্ণিত ব্যক্তিগণ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত উত্তরাধিকারীগণকে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত করার নির্দেশ দান করিবে।

১১। **ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন।**—(১) কোন ব্যক্তি আইনের ধারা ১৩ এর অধীনে গঠিত বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন:
তবে শর্ত থাকে যে, কোন সরকারী কর্মকর্তা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে এই বয়সসীমা প্রযোজ্য হইবে না; বা

(খ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া উপযুক্ত আদালত কর্তৃক যে কোন দন্ডে দন্ডিত হন; বা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(ঘ) উন্মাদ হন।

(২) সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী নাগরিকগণের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ করা যাইবে, তবে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাগণ এবং শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে যাহারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন তাহাদিগকে প্রাধান্য দেওয়া যাইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক বোর্ড গঠনের প্রজ্ঞাপন জারীর পর সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বোর্ডের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া আদেশ জারী করিবেন, সরকারী প্রজ্ঞাপন ও আদেশের অনুলিপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং আদেশের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) বোর্ডের অধিবেশন উপজেলা সদরে বসিবে, তবে প্রয়োজনবোধে দরখাস্তকারীর ইউনিয়নেও উহার অধিবেশন বসিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান বোর্ডের অধিবেশনের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবে।

(৫) বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, ক্ষেত্রমত, শূন্য পদে নিযুক্ত নূতন চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক সার্কুলারের মাধ্যমে নির্ধারিত বোর্ডের সদস্যগণের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী উপস্থিত জ্যেষ্ঠতম সদস্য আইনের ধারা ১৩(৫) এর অধীনে উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবার জন্য মনোনীত সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

১২। **বোর্ডের কার্যপদ্ধতি**।—(১) বিধি ৯ এর অধীনে দরখাস্ত গ্রহণ করিবার সময় চেয়ারম্যান দরখাস্তকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দরখাস্তের বিষয়বস্তু ও প্রার্থীত প্রতিকার সংক্ষিপ্তাকারে বোর্ডের জন্য নির্ধারিত ৭ নং ফরমে অর্ডার শীট লিপিবদ্ধ করিয়া দরখাস্তের যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, অপরপক্ষের উপর ৮ নং ফরমে নোটিশ জারীর নির্দেশ দান করিবে এবং নোটিশের একটি অনুলিপি দরখাস্তের অনুলিপিসহ ধারা ১৬ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা সহকারী জজের নিকট ৯ নং ফরমের মাধ্যমে প্রেরণ করিবে; তবে দরখাস্তের যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে বোর্ড উপরি-উক্ত অর্ডার শীটে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, দরখাস্তটি তাৎক্ষণিকভাবে নাকচ করিতে পারিবে।

(২)উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ জারীক্রমে পনর দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট ফেরতযোগ্য হইবে।

(৩) জারীকৃত নোটিশ ফেরত পাওয়ার পর বোর্ড অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে অপরপক্ষকে দরখাস্তের দফাওয়ারী জবাব, আত্মপক্ষ সমর্থনে তাহার বক্তব্য এবং আনুষংগিক দলিল-দস্তাবেজ বোর্ডের নিকট দাখিল করার নির্দেশ দান করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি অনিবার্য কোন কারণে অপরপক্ষ নির্ধারিত সময়ে জবাব দাখিল করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে বোর্ড, তাহার আবেদনক্রমে, জবাব দাখিলের সময় অনধিক ১৫ দিন বাড়াইয়া দিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী অপরপক্ষের জবাব পাওয়ার পর বোর্ড দরখাস্তটির শুনানীর জন্য দরখাস্তের উভয়পক্ষকে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট হাজির হইয়া স্বাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন ও আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিয়া নির্দেশ দান করিবেন এবং পক্ষগণ উপস্থিত থাকিলে উক্ত শুনানীর তারিখ তাহাদিগকে মৌখিকভাবে জানাইয়া দিবেন।

(৫) শুনানীর জন্য উপ-বিধি (৪) এর অধীন নির্ধারিত তারিখে বোর্ড পক্ষগণ কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্ত, জবাব ও দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা করিবেন এবং উভয়পক্ষের সাক্ষীগণের, যদি থাকে, জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন এবং চেয়ারম্যান প্রত্যেক স্বাক্ষীর জবানবন্দীর একটি সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন শুনানীর তারিখে শুনানী সমাপ্ত না হইলে, বোর্ড অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে পরবর্তী শুনানীর জন্য মুলতবী আদেশ দিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনিবার্য কারণে কোন পক্ষ শুনানী বা মুলতবী শুনানীর তারিখে হাজির হইতে না পারিলে, বোর্ড, সংশ্লিষ্ট পক্ষের আবেদনক্রমে, শুনানী মুলতবীর আদেশ দিতে পারিবে এবং এই মুলতবীর সুযোগ কোন পক্ষকে একবারের বেশী দেওয়া যাইবে না।

(৭) দরখাস্তে প্রার্থীত প্রতিকার বিষয়ক বা সাক্ষ্য প্রমাণের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত বিষয়ে বোর্ড শুনানীর তারিখে বা পরবর্তী মুলতবী শুনানীর তারিখে আপোষ-মীমাংসার জন্য প্রচেষ্টা চালাইবে।

(৮) শুনানী সমাপ্ত হওয়ার পর বোর্ড উহার নিকট দাখিলকৃত দলিল-দস্তাবেজ ও উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করিয়া দরখাস্তে প্রার্থীত প্রতিকার সম্পর্কে, ক্ষেত্রমত, ১০, ১১, ১২ বা ১৩ নম্বর ফরমে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৯) উপ-বিধি (৫) ও (৬) এর অধীনে নির্ধারিত শুনানীর বা মুলতবী শুনানীর তারিখে কোন পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে বা প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বা সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে, বোর্ড প্রাপ্ত দলিল-দস্তাবেজ ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দরখাস্তে প্রার্থীত প্রতিকার সম্পর্কে ১৪ নং ফরমে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(১০) উপ-বিধি (৮) ও (৯) এর অধীন বোর্ড প্রদত্ত সিদ্ধান্তে চেয়ারম্যান ও উপস্থিত সকল সদস্য স্বাক্ষর করিবে।

(১১) দরখাস্তে প্রার্থীত প্রতিকার বিষয়ে উভয়পক্ষ আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছিলে তাহারা বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া যুগ্মভাবে ঘোষণা করিবেন এবং বোর্ড উভয়পক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উহার যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে পক্ষগণকে বোর্ডের সম্মুখে একটি সোলেনামায় দস্তখত বা টিপসহি করার নির্দেশ দান করিবে এবং সোলেনামায় চেয়ারম্যান ও উপস্থিত সকল সদস্য স্বাক্ষর দান করিবেন এবং সংযুক্ত সোলেনামা অনুযায়ী আপোষ-মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া অর্ডারশীটে লিপিবদ্ধ করিবে এবং এই সোলেনামা আদেশের অংশ বলিয়া নির্দেশ দান করিবে।

(১২) বোর্ড উপ-বিধি (৮) বা, ক্ষেত্রমত, উপ-বিধি (৯) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তের একটি প্রত্যায়িত কপি দরখাস্তের প্রত্যেক পক্ষকে প্রদান করিবে, এবং দরখাস্তের কোন পক্ষের আবেদনক্রমে তাহাকে উপ-বিধি (১১) এর অধীন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সোলেনামার একটি প্রত্যায়িত কপি প্রদান করিবে।

১৩। **সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন।**—(১) দরখাস্তের কোন পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা প্রয়োজন মনে করিলে, তিনি উক্তসাক্ষী বোর্ডের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) দরখাস্তের কোন পক্ষ কোন সাক্ষীর উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করিলে এবং উক্ত সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি উক্ত সাক্ষীকে উপস্থিত করার জন্য বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং বোর্ড উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে উক্ত সাক্ষীকে বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত তারিখে উপস্থিত হওয়ার জন্য ১৫ নম্বর ফরমে নোটিশ জারী করিবে।

(৩) দরখাস্তের কোন পক্ষের কোন অত্যাবশ্যক দলিল কোন ব্যক্তি বা আদালত বা অফিসের হেফাজত বা অধিকারে থাকিলে এবং উহা বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ অসমর্থ হইলে, তিনি উক্ত দলিল উপস্থাপন করিবার জন্য বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বোর্ড ১৬ নম্বর ফরমে উক্ত দলিল যে ব্যক্তি, আদালত বা অফিসের হেফাজতে বা অধিকারে রহিয়াছে তাহাকে উহা বোর্ডের নিকট উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দান করিবে।

১৪। **দলিলের অনুলিপি সত্যায়ন।**—(১) সংশ্লিষ্ট পক্ষকে দরখাস্ত বা উহার জবাবের সহিত সংযুক্ত দলিলের অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে এবং উহা প্রকৃত অনুলিপি (ট্রুকপি) এই মর্মে সত্যায়ন করিয়া উহাতে দস্তখত বা টিপসহি দিতে হইবে।

(২) বিধি ১২(৫) এর অধীনে প্রথম শুনানীর তারিখে বোর্ড উপ-বিধি (১) মোতাবেক দাখিলকৃত দলিলের অনুলিপি মূল দলিলের সহিত তুলনা করিয়া ঐ অনুলিপি সঠিক এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, বোর্ডের সীল ও চেয়ারম্যানের দস্তখতে উহা সত্যায়ন করিবে এবং সত্যায়িত অনুলিপি নথীভুক্ত করিয়া মূল দলিল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ফেরত প্রদান করিবে।

১৫। আপীল দায়ের।—(১) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত অতিরিক্ত কালেক্টরের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) আপীল দায়ের করার সময় আপীলকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া যদি আপীল কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে আপীল আবেদনে কোন সারবত্তা নাই তাহা হইলে আপীল আবেদন তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা যাইবে।

(৩) আপীল নিষ্পত্তি সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার আদেশ দেওয়া যাইবে।

(৪) আপীল আবেদনে প্রতিপক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া আপীল নিষ্পত্তি করা যাইবে।

১৬। নোটিশ জারী।—(১) বোর্ড ৮ নম্বর ফরমে সীলকৃত স্বাক্ষরিত দুই কপি নোটিশ যথাযথভাবে জারীর জন্য এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ এর হাওলা করিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা গ্রাম পুলিশ যে ব্যক্তির উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে তাহার বা তাহার পরিবারের কোন বয়স্ক সদস্যের নিকট নোটিশের এক কপি হস্তান্তর করিয়া নোটিশের অন্য কপিতে নোটিশ গ্রহীতার দস্তখত বা টিপসহি গ্রহণ করিবে।

(৩) নোটিশ সাধারণতঃ বোর্ডের এলাকাধীন যে ব্যক্তির উপর জারী করা হয় সেই ব্যক্তির জ্ঞাত বাসস্থান বা কর্মস্থলের ঠিকানায় জারী করা হইবে, তবে সংশ্লিষ্ট সময়ে নোটিশ প্রাপকের বাসস্থান বা কর্মস্থল অন্য কোন উপজেলায় অবস্থিত বলিয়া জানা গেলে নোটিশ "আন্ডার সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং" এর মাধ্যমে তাকে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ নোটিশ প্রেরণের ব্যক্তিসংগত সময় অতিবাহিত হইবার পর ইহা যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যে ব্যক্তির উপর নোটিশ জারী করা হয় তাহাকে নোটিশে প্রদত্ত ঠিকানায় পাওয়া না গেলে বা তিনি বা তাহার পরিবারের কোন বয়স্ক সদস্য নোটিশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, জারীকারক নোটিশের দ্বিতীয় কপির অপর পৃষ্ঠায় নোটিশ প্রাপককে পাওয়া যায় নাই বা তিনি বা তাহার পরিবারের কোন বয়স্ক সদস্য উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এই মর্মে প্রত্যয়ন করিয়া নোটিশের উভয় কপি বোর্ডের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) যে ব্যক্তির উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে তাহাকে উপ-বিধি (৩) এ উল্লেখিত ঠিকানায় পাওয়া না গেলে বা তিনি বা তাহার পরিবারের কোন বয়স্ক সদস্য উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে নিম্নোক্তভাবে উহা জারী করা যাইবে:

(ক) নোটিশের এক কপি বোর্ড অধিবেশনস্থলের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দিতে হইবে, এবং

(খ) যে ব্যক্তির উপর নোটিশ জারী করা হয় তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের নিকটস্থ হাট বাজারে ঢোল শহরতের মাধ্যমে নোটিশের মর্ম প্রচার করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী নোটিশ জারী করা হইলে উহা নোটিশ গ্রাপকের উপর যথাযথভাবে জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) নোটিশ গ্রাপক বোর্ডের কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিলে নোটিশের এক কপি তাহার হাতে প্রদান করিয়া এবং অপর কপিতে তাহার দস্তখত বা টিপসহি গ্রহণ করিয়া নোটিশ জারী করা যাইবে।

১৭। গ্রাম পুলিশ দ্বারা নোটিশ জারী।—(১) দ্রুত ও কার্যকরীভাবে কোন নোটিশ জারীর জন্য গ্রাম পুলিশের সাহায্য প্রয়োজন বোধ করিলে বোর্ড এইরূপ নোটিশ বিধি ১৬ অনুযায়ী গ্রাম পুলিশ দ্বারা জারী করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান উক্ত নোটিশ গ্রাম পুলিশ দ্বারা জারী করাইবেন।

(২) গ্রাম পুলিশ দ্বারা নোটিশ জারীর ক্ষেত্রে বোর্ড জারীকারক গ্রাম পুলিশকে জারীকৃত নোটিশ প্রতি দশ টাকা হারে ভাতা প্রদান করিবে।

১৮। সম্মানী ও ভাতা।—সরকার যথাযথ বিবেচনা করিলে, বোর্ডের অধিবেশনে যোগদানের জন্য চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিতহারে একটি সম্মানী বা দৈনিক বৈঠক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৯। হিসাব রক্ষণ।—(১) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় অর্থ চেয়ারম্যানের জিম্মায় থাকিবে অথবা নিকটস্থ সরকারী ট্রেজারীতে জমা রাখিতে হইবে।

(২) বোর্ড কোন অবস্থাতেই এক হাজার টাকার অধিক নগদ অর্থ উহার নিকট রাখিতে পারিবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান সত্ত্বেও, জরুরী ও স্বল্প ব্যয়ের জন্য বোর্ড পাঁচশত টাকার একটি ইমপ্রেষ্ট হিসাব সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

(৪) চেয়ারম্যানের লিখিত আদেশ ব্যতিরেকে বোর্ড কোন অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে না বা কাহাকেও কোন অর্থ প্রদান করিতে পারিবে না এবং এইরূপ আদান-প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ অংক ও কথায় উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী বা বৈঠক ভাতা (যদি দেওয়া হয়), কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ের জন্য পৃথক পৃথক বিল প্রণয়ন করিতে হইবে। বিল পরিশোধের পর উহা ভাউচার হিসাবে যথারীতি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) বোর্ডের প্রতিদিনের আয় ও ব্যয় ঐ দিনই ২২ নম্বর ফরমে কোন রেজিষ্টার লিপি-বদ্ধ করিতে হইবে।

(৭) চেয়ারম্যান দিনের কাজের শেষে ক্যাশ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ প্রতি দিনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব ক্যাশের সহিত মিলাইয়া রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করিবেন।

(৮) চেয়ারম্যান, সদস্যগণ ও কর্মচারীদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বেতন-ভাতা নথি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৯) বোর্ডের প্রাপ্য সকল অর্থ ডুপ্লিকেট কার্বন রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত খাতে সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে।

২০। **বোর্ড অফিস**।—(১) বোর্ড অফিস উপজেলা সদরে অবস্থিত হইবে।

(২) বোর্ডের কার্যাবলী সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং তাহাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কর্মচারীগণ ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক বিষয়ে ডেপুটি কমিশনারের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তাহাদের ছুটি মন্জুরী ও দৈনন্দিন কাজের তদারকি ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২১। **পরিদর্শন**।—ডেপুটি কমিশনার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বোর্ড অফিস পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং বোর্ডের হিসাব পত্র এবং যাবতীয় রেজিষ্টার ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি ধারা ৬, ৭, ১১ বা ১২ এর অধীন দাখিলকৃত কোন দরখাস্তের বিচার্য বিষয় সম্পর্কে কোনরূপ পর্যালোচনা করিতে বা মন্তব্য করিতে পারিবেন না।

২২। **নথী ও রেজিষ্টার**।—বোর্ড আইনের অধীন ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনকল্পে নিম্নলিখিত রেজিষ্টারসমূহ লিপিবন্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন, যথাঃ—

(ক) ১৮ নম্বর ফরমে একটি দরখাস্ত রেজিষ্টার,

(খ) ১৯ নম্বর ফরমে কেইস রেজিষ্টার,

(গ) ২০ নম্বর ফরমে নোটিশ রেজিষ্টার,

(ঘ) ২১ নম্বর ফরমে সম্পত্তি রেজিষ্টার,

(ঙ) ২২ নম্বর ফরমে আয়-ব্যয় রেজিষ্টার,

(চ) বাংলাদেশ ফরম নং ২৪৩২ এতে বিল রেজিষ্টার।

২৩। **রিটার্ন ও প্রতিবেদন**।—(১) বোর্ড ১৭ নম্বর ফরমে সরকার ও কালেক্টরের নিকট একটি নিয়মিত ত্রৈমাসিক রিটার্ণ দাখিল করিবে।

(২) বোর্ড প্রতি ছয় মাস অন্তর ইহার কার্যাবলী সম্পর্কে সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকার এবং ডেপুটি কমিশনারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান সত্ত্বেও, সরকার বা ডেপুটি কমিশনার প্রয়োজনবোধে বোর্ডের নিকট হইতে উহার কার্যাবলী সম্পর্কে যে কোন সময় যে কোন তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন চাহিতে পারিবেন।

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সালের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৬ এর অধীনে জমির বিক্রয়কে খায়খালাসী বলক ঘোষণার দরখাস্ত

ফরম নম্বর ১

(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

মাননীয় চেয়ারম্যান,

---------- ঋণ সালিসি বোর্ড,

উপজেলা ----------, জেলা ----------।

দরখাস্তকারী ঃ

নাম ----------

পিতা/স্বামীর নাম ----------

গ্রাম ----------

ইউনিয়ন ----------

উপজেলা ----------

অপর পক্ষ ঃ

নাম ----------

পিতা/স্বামীর নাম ----------

গ্রাম ----------

ইউনিয়ন ----------

উপজেলা ----------

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি, ... সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ..... তারিখের ..... নম্বর দলিল মূলে আমার মালিক দখলীয় নিম্ন তপসিলভুক্ত ..... একর কৃষি জমি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে/জীবনধারণে অক্ষমতাজনিত অসহায়তার কারণে অপর পক্ষের নিকট ..... টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে,--

(ক) উক্ত জমি বিক্রয়কালে আমার মালিকীয় মোট কৃষি জমির (বিক্রীত জমিসহ) পরিমাণ তিন একরের বেশি ছিল না;

(খ) উক্ত জমির বিক্রয়মূল্য ত্রিশ হাজার টাকার অধিক ছিল না
অথবা
উক্ত জমির বিক্রয়মূল্য বিক্রয়কালীন সময়ে উহার সমশ্রেণীর জমির প্রচলিত বাজার দর হইতে কম ছিল;

(গ) উক্ত জমি ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখের পূর্বে পুনরায় হস্তান্তরিত হয় নাই এবং ঐ তারিখের পূর্বে উহার উপর কোন শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ইমারত স্থাপনের বা অন্য কোন কারণে উহার প্রকৃতি স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয় নাই;

(ঘ) ক্রেতা(অপরপক্ষ) উক্ত জমি ক্রয়ের অব্যবহিত পূর্বে দুই একরের বেশী জমির মালিক ছিলেন;

(ঙ) ক্রেতা(অপর পক্ষ) উক্ত জমি ক্রয়ের অব্যবহিত পূর্বে তিন একরের বেশী জমির মালিক ছিলেন এবং তিনি জীবনধারণে অক্ষমতাজনিত অসহায় ছিলেন না।

অতএব, বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৬ মোতাবেক আমি উক্ত বিক্রয়কে সাত বৎসর মেয়াদী খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে ঘোষণা করিয়া উক্ত বিক্রীত জমি আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিবার এবং বন্ধকী মেয়াদের অনতিক্রান্ত সময়ের জন্য উক্ত বন্ধকের আনুপাতিক অর্থ ন্যায়সংগত কিস্তিতে পরিশোধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

আইনের ধারা ১৬(১) এর অধীনে সহকারী জজের আদালতে প্রেরণের জন্য এবং.....জন অপর পক্ষের উপর জারীর জন্য এই দরখাস্তের মোট..... টি অনুলিপি ঐতদসংগে দাখিল করা হইল।

এই দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে শুনানীর তারিখে বোর্ডের নিকট আমার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য আমার পিতা/স্বামী/আপন ভ্রাতা/আইনতঃ অভিভাবক জনাব----------,

পিতা----------, গ্রাম----------,

ইউনিয়ন----------, উপজেলা---------- কে এতদ্বারা ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

তফসিল

মৌজা----------

খতিয়ান নম্বর----------

দাগ নম্বর----------

জমির পরিমাণ----------

চৌহদ্দি----------

আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই দরখাস্তে প্রদত্ত সকল বিবরণ আমার জানামতে সত্য; প্রদত্ত কোন বিবরণ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইব।

তারিখ----------

দরখাস্তকারীর দস্তখত/টিপসহি।

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৭ এর অধীনে কৃষি জমি বিক্রয় বাতিল ঘোষণার দরখাস্ত

ফরম নম্বর-২

(বিধি ৪ দ্রষ্টব্য)

মাননীয় চেয়ারম্যান,

---------- ঋণ সালিসি বোর্ড,

উপজেলা ----------

জেলা ----------

দরখাস্তকারী ঃ

নাম ----------

পিতার/স্বামীর নাম ----------

গ্রাম ---------- ইউনিয়ন ----------

উপজেলা ---------- ----------

অপর পক্ষ ঃ

নাম ----------

পিতা/স্বামীর নাম ----------

গ্রাম ---------- ইউনিয়ন ----------

উপজেলা ----------

বিনীত নিবেদন এই যে আমি, ... সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ..... তারিখের ..... নম্বর দলিলমূলে আমার মালিকী দখলীয় নিম্ন তফসিলভুক্ত ..... একর কৃষি জমি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে/জীবনধারণে অক্ষমতাজনিত অসহায়তার কারণে ..... টাকা মূল্যে অপর পক্ষের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে,—

(ক) উক্ত জমি বিক্রয় কালে আমার মালিকীয় মোট কৃষি জমির (বিক্রীত জমিসহ) পরিমাণ দুই একরের বেশী ছিল না;

(খ) উক্ত জমির বিক্রয় মূল্য ত্রিশ হাজার টাকার অধিক ছিল না এবং উক্ত জমির পরিমাণ এক একরের অধিক ছিল না;

(গ) উক্ত জমির বিক্রয় মূল্য বিক্রয়কালীন সময়ে উহার সমশ্রেণীর জমির প্রচলিত বাজার মূল্য হইতে কম ছিল;

(ঘ) উক্ত জমি ১লা জানুয়ারী ১৯৮৯ তারিখের পূর্বে পুনরায় হস্তান্তরিত হয় নাই এবং ঐ তারিখের পূর্বে উহার উপর কোন শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ইমারত স্থাপনের বা অন্য কোন কারণে উহার প্রকৃতি স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয় নাই; এবং

(ঙ) ক্রেতা(অপর পক্ষ) উক্ত জমি ক্রয়ের অব্যবহিত পূর্বে দুই একরের বেশী জমির মালিক ছিলেন এবং তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা জীবনধারণে অক্ষমতাজনিত অসহায় ছিলেন না।

অতএব, বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৭ মোতাবেক আমি--

(ক) উক্ত বিক্রয় বাতিল ঘোষণা করিবার;

(খ) উক্ত জমির দখল আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিবার; এবং

(গ) উক্ত জমির বিক্রয় মূল্যকে সুদমুক্ত ঋণ হিসাবে ঘোষণা করিয়া পরিশোধ্য ন্যায়সংগত সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

আইনের ধারা ১৬(১) এর অধীনে সহকারী জজের আদালতে প্রেরণের জন্য এবং ..... জন অপর পক্ষের উপর জারীর জন্য এই দরখাস্তের মোট .... টি অনুলিপি এতদসংগে দাখিল করা হইল।

এই দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে শুনানীর তারিখে বোর্ডের নিকট আমার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য আমার পিতা/স্বামী/আপন ভ্রাতা/আইনতঃ অভিভাবক জনাব ----------

পিতা ---------- গ্রাম ----------

ইউনিয়ন ---------- উপজেলা ---------- কে এতদ্বারা ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

তফসিল

মৌজা ----------

খতিয়ান নম্বর ----------

দাগ নম্বর ----------

জমির পরিমাণ ----------

চৌহদ্দি ----------

আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই দরখাস্তে প্রদত্ত সকল বিবরণ আমার জানামতে সত্য; এবং প্রদত্ত কোন বিবরণ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইব।

তারিখ ----------

দরখাস্তকারীর দস্তখত/টিপসহি

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৮ মোতাবেক জমি প্রত্যর্পণের নির্দেশ কার্যকর করণের দরখাস্ত

ফরম নম্বর-৩

(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

মাননীয় সহকারী কমিশনার (ভূমি),

উপজেলা ----------

জেলা ----------

দরখাস্তকারী ঃ

নাম ----------

পিতা/স্বামীর নাম ----------

গ্রাম ----------ইউনিয়ন ----------

উপজেলা ----------

অপরপক্ষ ঃ

নাম ----------

পিতা/স্বামীর নাম ----------

গ্রাম----------ইউনিয়ন----------উপজেলা----------

বিনীত নিবেদন এই যে,.....উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড..... .....নম্বর কেইসে আমার জমির বিক্রয়কে খায়খালাসী বন্ধক ঘোষণা করিয়া/ জমির বিক্রয় বাতিল ঘোষণা করিয়া বিক্রীত জমির দখল আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অপর পক্ষকে নির্দেশ দান করিয়াছেন। উক্ত নির্দেশ উল্লেখিত জমির দখল অপর পক্ষ বোর্ড কর্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে আমার নিকট প্রত্যর্পণ করেন নাই/করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

অতএব, বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৮ এবং বিধি ৫ মোতাবেক অপর পক্ষকে উক্ত জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া উহার দখল আমাকে প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

উক্ত বোর্ড নির্দেশের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি এই দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করা হইল .....জন অপর পক্ষের উপর জারীর জন্য বোর্ড নির্দেশের অনুলিপিসহ এই দরখাস্তে.....টি অনুলিপি এতদসংগে দাখিল করা হইল।

তারিখ.....

দরখাস্তকারীর দস্তখত /টিপসহি।

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৮ মোতাবেক জমি প্রত্যর্পণের নির্দেশ কার্যকরকরণের নোটিশ

ফরম নম্বর-৪

অপর পক্ষের প্রতি নোটিশ

(বিধি ৫ দ্রষ্টব্য)

জনাব.....পিতা/স্বামীর নাম.....
.....গ্রাম..... ইউনিয়ন.....
উপজেলা..... বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮ মোতাবেক দরখাস্ত করিয়াছেন যে, তৎকর্তৃক উক্ত আইনের ধারা ৬(১)/ধারা ৭(১) এর অধীন দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে..... উপজেল ঋণ সালিসি বোর্ডে..... তারিখের প্রদত্ত.....নং নির্দেশ (যাহার কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল) মোতাবেক আপনি নিম্ন তফসিলভুক্ত কৃষি জমি দরখাস্তকারীর নিকট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রত্যর্পণ করেন নাই/ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

অতএব, উপরি-উল্লিখিত ধারা ৮ অনুযায়ী আপনাকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে, আগামী.....তারিখের মধ্যে আপনি উক্ত জমি দরখাস্তকারীর নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন; অন্যথায়, উক্ত তারিখের পর আপনাকে যে কোন সময় উক্ত জমি হইতে (প্রয়োজনে বল প্রয়োগে) উচ্ছেদ করিয়া দরখাস্তকারীকে উহার দখল বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

তফসিল

মৌজা----------

খতিয়ান নং----------

দাগ নং----------

জমির পরিমাণ----------

চৌহদ্দি ----------

সহকারী কমিশনার (ভূমি)।

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ১১ মোতাবেক মহাজনী ঋণ লাঘবের দরখাস্ত

ফরম নম্বর-৫

(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

মাননীয় চেয়ারম্যান,

---------- ঋণ সালিসি বোর্ড,

---------- উপজেলা----------

জেলা----------

দরখাস্তকারী ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

অপর পক্ষ ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

বিনীত নিবেদন এই যে আমি বিগত.....তারিখে নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অপর পক্ষের নিকট হইতে—

(ক) শতকরা বার্ষিক/মাসিক.....টাকা হার সুদে নগদ..... .....টাকা কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধের অংগীকারে; বা

(খ) .....মণ/কেজি ধান/চাউল/গম/আলু/(অন্য কোন শস্য হইলে উল্লেখ করুন).....মণ/কেজি অতিরিক্ত ধান/গম/আলুসহ (অন্য কোন শস্য হইলে উল্লেখ করুন)

এককালীন.....কিস্তিতে পরিশোধের অংগীকারে মহাজনী ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম

অতএব, বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ১১ মোতাবেক আমি—

(ক) গৃহীত ঋণের প্রকৃত পরিমাণ;

(খ) গৃহীত ঋণের উপর প্রদেয় সুদের ন্যায়সংগত হার ও পরিমাণ;

(গ) পরিশোধ্য ঋণ ও উহার প্রদেয় সুদের পরিমাণ;

নির্ধারণ করিবার এবং উক্তরূপে নির্ধারিত ঋণ ও সুদ পরিশোধের জন্য ন্যায়সংগত কিস্তি নিরূপণের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

আইনের ধারা ১৬(১) এর অধীনে সহকারী জজের আদালতে প্রেরণের জন্য এবং.. .....জন অপর পক্ষের উপর জারীর জন্য এই দরখাস্তের মোট.....টি অনুলিপি এতদসংগে দাখিল করা হইল।

সাক্ষীগণের নামঃ

১। নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------ইউনিয়ন----------

গ্রাম----------উপজেলা----------

২। নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

এই দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে শুনানীর তারিখে বোর্ডের নিকট আমার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য আমার পিতা/স্বামী/আপন ভ্রাতা/আইনতঃ অভিভাবক জনাব----------

পিতা----------গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------উপজেলা----------

এতদ্বারা ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই দরখাস্তে প্রদত্ত সকল বিবরণ আমার জানামতে সত্য এবং প্রদত্ত কোন বিবরণ মিথ্যা প্রমানিত হইলে আমি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইব।

তারিখ-

দরখাস্তকারীর দস্তখত/টিপসহি।

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সনের ১৫নং আইন) এর ধারা ১২ মোতাবেক দস্তখত বা টিপসহিযুক্ত অলিখিত ষ্ট্যাম্প কাগজ প্রত্যার্পণের দরখাস্ত

ফরম নং-৬

(বিধি ৭-দ্রষ্টব্য)

মাননীয় চেয়ারম্যান,

----------ঋণ সালিসি বোর্ড

উপজেলা----------

জেলা----------

দরখাস্তকারী ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

জেলা----------

অপর পক্ষ ঃ

নামঃ----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

জেলা----------

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি বিগত.....তারিখে নিম্নবর্ণিত স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অপর পক্ষের নিকট হইতে--

(ক) .....টাকা নগদ, বা

(খ) .....কে.জি./মণ ধান/চাউল/গম/আলু বা (অন্য কোন শস্য বীজ হইলে উল্লেখ করুন)

মহাজনী ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত ঋণের জামানত হিসাবে আমার দস্তখত বা টিপসহিযুক্ত একটি/.....টি অলিখিত ষ্ট্যাম্প কাগজ অপর পক্ষের নিকট জমা দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

অতএব, বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৫নং আইন) এর ধারা ১২ মোতাবেক আমি উক্ত অলিখিত স্ট্যাম্প কাগজ ফেরত পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

স্বাক্ষীগণের নাম-

১। ----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------ইউনিয়ন--------

উপজেলা----------জেলা----------

২। নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------জেলা----------

এই দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে শুনানীর তারিখে বোর্ডের নিকট আমার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য আমার পিতা/স্বামী/আপন ভ্রাতা/আইনতঃ অভিভাবক জনাব----------

পিতা----------

গ্রাম----------ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------কে এতদ্বারা ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই দরখাস্তে প্রদত্ত সকল বিবরণ আমার জানামতে সত্য এবং প্রদত্ত কোন বিবরণ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইব।

তারিখ :..... দরখাস্তকারীর দস্তখত/টিপসহি,

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ১৫ এবং বিধি ১২ মোতাবেক নির্ধারিত অর্ডার শীট।

ফরম নম্বর-৭

(বিধি-১২ দ্রষ্টব্য)

অর্ডার শীট

----------উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড

১৯----------সালের ----------নম্বর কেইস

জনাব----------

—দরখাস্তকারী

বনাম

জনাব---------- এবং অন্যান্য---------

—অপরপক্ষ

তারিখ	আদেশ	মন্তব্য

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ১৫ এবং বিধি ১২ মোতাবেক দরখাস্তের অপর পক্ষের উপর বোর্ড কর্তৃক জারী তব্য নোটিশ।

ফরম নম্বর-৮

অপর পক্ষের প্রতি

নোটিশ

(বিধি ১২ দ্রষ্টব্য)

প্রতি ঃ

জনাব----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

এতদ্দ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে,.....
পিতা/স্বামী.....গ্রাম.....উপজেলা.....
.....বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৬/ধারা-৭/ধারা ১১/ধারা ১২ মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে অত্র বোর্ডের নিকট একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। দরখাস্তের একটি অনুলিপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল।

আপনাকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে আগামী.....তারিখে বেলা পূর্বাহ্নে/অপরাহ্ন.....ঘটিকার সময় আপনি নিজে বা আপনার পিতা/স্বামী/আপন ভ্রাতা/আইনতঃ অভিভাবক-এর মাধ্যমে অত্র বোর্ডে হাজির হইয়া উক্ত দরখাস্তের লিখিত জবাব দাখিল করিবেন। অন্যথায় আপনার বা আপনার প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে দরখাস্তটি এক তরফাভাবে নিষ্পত্তি করা হইবে।

অত্র বোর্ডের সীল ও আমার স্বাক্ষরে ইহা ইস্যু করা হইল।

বোর্ডের পক্ষে,

( )

চেয়ারম্যান

----------ঋণ সালিসি বোর্ড।

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ১৬ এবং বিধি ১২ মোতাবেক উপজেলা সহকারী জজের নিকট দরখাস্তের অনুলিপি প্রেরণের ফরম।

ফরম নম্বর-৯

(বিধি ১২ দ্রষ্টব্য)

প্রেরক : চেয়ারম্যান,

.....উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড।

প্রাপক : সহকারী জজ,

.....উপজেলা।

.....পিতা/স্বামী.....

গ্রাম.....ইউনিয়ন.....উপজেলা.....

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা৬ / ধারা ৭/ ধারা ১১ মোতাবেক অপর পক্ষ.....পিতা/স্বামী.....

.....গ্রাম..... ইউনিয়ন .....

উপজেলা.....এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধে অত্র বোর্ডের নিকট একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের একটি অনুলিপি উক্ত আইনের ধারা ১৬ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হইল।

বোর্ডের পক্ষে

(চেয়ারম্যান)

-------ঋণ সালিসি বোর্ড।

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৬ এবং বিধি ১২(৮) মোতাবেক বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় সিদ্ধান্তের ফরম

ফরম নম্বর-১০

[বিধি ১২(৮) দ্রষ্টব্য]

বোর্ডের সিদ্ধান্ত

----------উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড

১৯----------সালের----------নম্বর কেইস।

দরখাস্তকারী ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------ইউনিয়ন ----------

উপজেলা----------

বনাম

অপর পক্ষ ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

অত্র কেইসের বিষয়বস্তু এই যে, দরখাস্তকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে জীবনধারণে অক্ষমতাজনিত অসহায়তার কারণে অপর পক্ষের নিকটে..... একর কৃষি জমি:.....টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এখন তিনি বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ এর ধারা ৬ মোতাবেক—

(ক) উক্ত বিক্রয়কে সাত বৎসর মেয়াদী খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে ঘোষণা করিবার;

(খ) বিক্রিত জমির দখল তাহার নিকট প্রত্যর্পন করিবার জন্য অপর পক্ষের উপর নির্দেশ দান করিবার; এবং

(গ) সাত বৎসর মেয়াদী খায়খালাসী বন্ধকের অনতিক্রান্ত সময়ের উক্ত বন্ধকের আনুপাতিক অর্থ ন্যায়সংগত কিস্তিতে ক্রেতাকে ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। অপর পক্ষের উপর যথারীতি নোটিশ জারী করা হইয়াছে, উভয় পক্ষকে শুনানী দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং দাখিলকৃত দলিল-দস্তাবেজ পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। সাক্ষ্য প্রমাণ ও দলিল-দস্তাবেজ পর্য্যালোচনা করিয়া বোর্ড এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, দরখাস্তকারী উক্ত আইনের ধারা ৬ মোতাবেক প্রার্থিত প্রতিকার পাওয়ার যোগ্য।

অতএব, বোর্ড আইনের ধারা ৬ এর বিধান মোতাবেক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিলেন :

(১) দরখাস্তকারী কর্তৃক অপর পক্ষের নিকট..............সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত.................... তারিখের...... ......নম্বরের দলিল মূলে.................................একর বিক্রিত কৃষি জমি বিক্রয়ের সাত বৎসর মেয়াদী খায়খালাসী বন্ধক বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

(২) উক্ত খায়খালাসী বন্ধক বলিয়া ঘোষিত বিক্রিত জমির দখল........ তারিখের মধ্যে দরখাস্তকারীর নিকট প্রত্যার্পণ করিবার জন্য অপর পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল, এবং

(৩) উক্তরূপে ঘোষিত সাত বৎসর মেয়াদী খায়খালাসী বন্ধকের সময় ....তারিখে শেষ হইবে/হইয়াছে এবং উক্ত বন্ধকের অনতিক্রান্ত............বৎসর সময়ের জন্য......টাকা শতকরা বিশ টাকা হারে সরল সুদসহ নিম্নবর্ণিত বাৎসরিক কিস্তিতে অপর পক্ষকে পরিশোধ করার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দেওয়া হইল :--

(ক) ১ম কিস্তি আসল..................টাকা অত্র সিদ্ধান্তের ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধেয়;

(খ) ২য় কিস্তির আসল.............টাকা তৎসহ ১ম কিস্তির পরিশোধের পর অবশিষ্ট আসলের উপর এক বৎসরের সুদ.......... টাকা...................তারিখে পরিশোধেয় ;

(গ) ৩য় কিস্তি আসল...........টাকা তৎসহ ২য় কিস্তি পরিশোধের পর অবশিষ্ট আসল টাকার এক বৎসরের সুদ............টাকা ....তারিখে পরিশোধেয়;

(ঘ) পরবর্তী কিস্তিগুলি উপরে (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত সূত্র মতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

খায়খালাসী বলিয়া ঘোষিত জমির তফসিল :—

দাগ নং———————

খতিয়ান নং———————

মৌজা নং ———————

উপজেলা———————

পরিমাণ ———————

চৌহদ্দি———————

এই সিদ্ধান্ত অত্র বোর্ডের সীল ও উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষরে অদ্য........ তারিখে প্রদান করা হইল।

....

চেয়ারম্যান

....	....	....	....
সদস্য	সদস্য	সদস্য	সদস্য

সীল

বাংলাদেশ ঋণ সালিশি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সালের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৭ এবং বিধি ১২(৮) মোতাবেক বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় সিদ্ধান্তের ফরম ঃ

ফরম নম্বর-১১

[[বিধি-১২(৮) দ্রষ্টব্য]

বোর্ডের সিদ্ধান্ত

.....ঋণ সালিসি বোর্ড
১৯.....সালের.....নম্বর কেইস।

দরখাস্তকারী

নাম .....
পিতা/স্বামীর নাম .....
গ্রাম .....ইউনিয়ন .....
উপজেলা .....

বনাম

অপর পক্ষ ঃ

নাম .....
পিতা/স্বামীর নাম .....
গ্রাম .....ইউনিয়ন .....
উপজেলা .....

অত্র কেইসের বিষয়বস্তু এই যে, দরখাস্তকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে/জীবন ধারণে অক্ষমতাজনিত অসহায়তার কারণে অপর পক্ষের নিকট দরখাস্ত এর তফসিলে বর্ণিত.....একর কৃষি জমি.....টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং উহা বিক্রয়মূল্যে সমশ্রেণীর জমির তৎকালীন বাজার দর হইতে কম ছিল। এখন তিনি বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ এর ধারা ৭ মোতাবেক—

(ক) উক্ত বিক্রয়কে বাতিল ঘোষণা করিয়া বিক্রয় মূল্যকে সুদমুক্ত ঋণ হিসাবে গণ্য করিবার;

(খ) উক্ত বিক্রীত জমির দখল তাহার নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অপর পক্ষকে নির্দেশ দান করিবার ; এবং

(গ) উক্ত বিক্রয়ের তারিখ হইতে জমির দখল প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত সময়ের অপর পক্ষ উক্ত জমি হইতে যে নীট আয় করিয়াছেন তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় মূল্য সুদমুক্ত ঋণ হিসাবে ন্যায়সংগত কিস্তিতে পরিশোধ করিবার নির্দেশ দান করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

অপর পক্ষের উপর যথারীতি নোটিশ জারী করা হইয়াছে, উভয় পক্ষকে শুনানী দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং দাখিলকৃত দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা করা হইয়াছে। সাক্ষ্য প্রমাণ ও দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা করিয়া বোর্ড এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, দরখাস্তকারী উক্ত আইনের ধারা ৭ মোতাবেক প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার যোগ্য।

অতএব, বোর্ড আইনের ধারা ৭ এর বিধান মোতাবেক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিলেন ঃ

(১) দরখাস্তকারী কর্তৃক অপর পক্ষের নিকট.....সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত.....তারিখের.....নম্বর দলিল মূলে.....একর বিক্রীত কৃষি জমির বিক্রয়কে বাতিল ঘোষণা করা হইল এবং বিক্রয় মূল্যকে সুদমুক্ত ঋণ বলিয়া গণ্য করা হইল;

(২) উক্ত বাতিল ঘোষিত বিক্রীত জমির দখল.....তারিখের মধ্যে দরখাস্তকারীর নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অপর পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল; এবং

(৩) উক্ত বাতিল ঘোষিত বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রির তারিখ হইতে অত্র সিদ্ধান্তে নির্দেশিত জমি প্রত্যর্পণের তারিখ পর্যন্ত সময়ে অপর পক্ষ কর্তৃক বিক্রীত জমি হইতে প্রাপ্ত নীট আয়.....টাকা উক্তরূপে ঘোষিত সুদ মুক্ত ঋণ হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট.....টাকা.....টি বাৎসরিক কিস্তিতে অপর পক্ষকে পরিশোধ করিবার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

বাতিল ঘোষিত বিক্রীত জমির তফসিল ঃ

দাগ নং.....

খতিয়ান .....

মৌজা নং .....

উপজেলা.....

পরিমাণ .....

চৌহদ্দি .....

এই সিদ্ধান্ত অত্র বোর্ডের সীল ও উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষরে অদ্য..... তারিখে প্রদান করা হইল।

.....

চেয়ারম্যান

....

সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য

সীল

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ১১ এবং বিধি ১২(৮) মোতাবেক বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় সিদ্ধান্তের ফরম।

ফরম নম্বর-১২

[বিধি ১২(৮) দ্রষ্টব্য]

বোর্ডের সিদ্ধান্ত

---------- ঋণ সালিসি বোর্ড

১৯ ----------সালের----------নম্বর কেইস।

দরখাস্তকারী ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

বনাম

অপর পক্ষ ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

অদ্য কেইসের বিষয়বস্তু এই যে, দরখাস্তকারী বিগত----------তারিখে অপর পক্ষের নিকট হইতে----------টাকা হার সুদে----------টাকা নগদ/----------মণ/কেজি শস্য (বর্ণনাদিন)/ শস্যবীজ (বর্ণনাদিন) অতিরিক্ত----------মণ/কেজি শস্য/শস্য বীজ (বর্ণনাদিন) অতিরিক্ত----------মণ/কেজি শস্য/শস্য বীজ সহ পরিশোধের অংগীকারে মহাজনী ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ এর ধারা ১১ মোতাবেক--

(ক) গৃহীত ঋণের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করিবার;

(খ) প্রদেয় সুদের ন্যায়সংগত হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করিবার;

(গ) পরিশোধ্য ঋণ ও উহার উপর প্রদেয় সুদের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার; এবং

(ঘ) উক্তরূপে নির্ধারিত ঋণ ও সুদ পরিশোধের ন্যায়সংগত কিস্তি নিরূপণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

অপর পক্ষের উপর যথারীতি নোটিশ জারী করা হইয়াছে, উভয় পক্ষকে শুনানী দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং দাখিলকৃত দলিল-দস্তাবেজ পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। সাক্ষ্য প্রমাণ ও দলিল-দস্তাবেজ পর্য্যালোচনা করিয়া বোর্ড এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে দরখাস্তকারী উক্ত আইনের ধারা ১১ মোতাবেক প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার যোগ্য।

অতএব, বোর্ড আইনের ধারা ১১ এর বিধান মোতাবেক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিলেন—

(১) দরখাস্তকারী কর্তৃক অপর পক্ষ হইতে গৃহীত মহাজনী ঋণের প্রকৃত পরিমাণ ----------টাকা/----------মণ/কেজি শস্য/শস্য বীজ (শস্যের বর্ণনা দিন) বলিয়া নির্ধারণ করা হইল।

(২) উক্ত মহাজনী ঋণের উপর প্রদেয় ন্যায়সংগত সুদের হার ও পরিমাণ—

(ক) টাকার ক্ষেত্রে, শতকরা বার্ষিক----------টাকা এবং মোট সুদের পরিমাণ----------টাকা;

(খ) শস্য/শস্য বীজের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত শস্য/শস্য বীজের পরিমাণ বার্ষিক আসল শস্য/শস্য বীজের----------অংশ এবং মোট অতিরিক্ত শস্য/শস্য বীজ----------মণ/কেজি, নির্ধারণ করা হইল।

(৩) ইতিমধ্যে পরিশোধিত ঋণের আসল এবং সুদ (যদি কিছু পরিশোধিত হইয়া থাকে) উক্তরূপে নির্ধারিত আসল ও সুদ হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট পরিশোধ্য আসল ও উহার উপর প্রদেয় সুদের পরিমাণ যথাক্রমে--

(ক) টাকার ক্ষেত্রে, আসল----------টাকা ও সুদ----------টাকা

(খ) শস্য/শস্য বীজের ক্ষেত্রে, আসল----------মণ/কেজি এবং অতিরি ----------মণ/কেজি নির্ধারণ করা হইল।

(৪) উক্তরূপে নির্ধারিত প্রদেয় আসল ও সুদ ----------টি বাৎসরিক কিস্তিতে অপর পক্ষকে পরিশোধ করিবার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

এই সিদ্ধান্ত অদ্য বোর্ডের সীল ও উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষরে অদ্য---------- তারিখে প্রদান করা হইল।

.....
চেয়ারম্যান

....
সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য

সীল

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৪ নম্বর আইন) এর ধারা ১২ এবং বিধি ১২(৮) মোতাবেক বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ফরম

ফরম নং-১৩

১২(৮) দ্রষ্টব্য

বোর্ডের সিদ্ধান্ত

----------উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড

১৯----------সালের----------নম্বর কেইস।

দরখাস্তকারী ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

বনাম

অপর পক্ষ ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

অদ্য কেইসের বিষয়বস্তু এই যে, দরখাস্তকারী বিগত.....তারিখে অপর পক্ষের নিকট হইতে.....টাকা নগদ.....মণ/কেজি শস্য (বর্ণনা দিন) শস্য বীজ (বর্ণনাদিন) মহাজনী ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া উহার জামানত হিসাবে অপর পক্ষের নিকট তাহার দাবীকৃমে.....টাকা মূল্যমানের অলিখিত ষ্ট্যাম্প কাগজ দস্তখত/টিপসহি করিয়া জমা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখন তিনি বাংলাদেশে ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ এর ধারা ১২ মোতাবেক উক্ত স্বাক্ষর/টিপসহি-যুক্ত অলিখিত ষ্ট্যাম্প কাগজ অপর পক্ষের নিকট হইতে ফেরত পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

অপর পক্ষের উপর যথারীতি নোটিশ জারী করা হইয়াছে, উভয় পক্ষকে শুনানী দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ করা হইয়াছে। সাক্ষ প্রমাণাদি পর্যালোচনা করিয়া বোর্ড এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, দরখাস্তকারী উক্ত আইনের ধারা ১২ মোতাবেক প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার যোগ্য।

অতএব, বোর্ড উক্ত আইনের ধারা ১২ এর বিধান মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করিলেন যে অপর পক্ষ আগামী.....তারিখে অত্র বোর্ডে উপস্থিত হইয়া দরখাস্তকারীকে তাহার দস্তখত/টিপসহিযুক্ত অলিখিত ষ্ট্যাম্প কাগজ প্রত্যর্পণ করিবেন।

এই সিদ্ধান্ত অত্র বোর্ডের সীল ও উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষরে অদ্য.....তারিখে প্রদান করা হইল।

.....
চেয়ারম্যান

.....	.....	.....	.....
সদস্য	সদস্য	সদস্য	সদস্য

সীল

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৬/ধারা৭/ধারা১০/ধারা১২ বিধি ১২(৯) মোতাবেক বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় একতরফা সিদ্ধান্তের ফরম।

ফরম নম্বর-১৪

[বিধি ১২(৯) দ্রষ্টব্য]

বোর্ডের সিদ্ধান্ত

----------উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড

১৯----------সালের----------নম্বর কেইস।

দরখাস্তকারী ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

বনাম

অপর পক্ষ ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

অত্র কেইসের বিষয়বস্তু এই যে, দরখাস্তকারী----------

----------(ফরম নম্বর ১০/১১/১২/১৩ এর প্রথম অনুচ্ছেদ হইতে যাহাই প্রযোজ্য হয় লিখুন)----------

----

----------প্রার্থনা করিয়াছেন।

২। অপর পক্ষের উপর যথারীতি নোটিশ জারী করা হইয়াছে এবং তাহাকে শুনানীর/মুলতবী শুনানীর জন্য সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। নোটিশ জারী এবং শুনানীর/মুলতবী শুনানীর সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও অপরপক্ষ বোর্ডের নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হন নাই, তাহার পক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ বা দলিল-দস্তাবেজ উপস্থাপন করেন নাই এবং দরখাস্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন তদ্বির করেন নাই।

এমতাবস্থায়, বোর্ড, এক তরফাভাবে দরখাস্তকারীর উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া এবং দাখিলকৃত দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে দরখাস্তকারী উক্ত আইনের ধারা৬/ধারা৭/ধারা১১/ধারা ১২মোতাবেক প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার যোগ্য।

অতএব, বোর্ড উক্ত আইনের ধারা৬/ধারা৭/ধারা১১/ধারা ১২ এর বিধান মোতাবেক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিলেন ঃ-

(ফরম নম্বর ১০/১১/১২/১৩ এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ হইতে যাহাই প্রযোজ্য হয় লিখুন।)

এই সিদ্ধান্ত অদ্য বোর্ডের সীল ও উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষরে অদ্য----------
----------ইং তারিখে প্রদান করা হইল।

.....
চেয়ারম্যান

....
সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য

সীল

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সালের ১৫নং আইন) এর ধারা ১৮ এবং বিধি ১৩(২) দ্রোতাবেক সাক্ষীর প্রতি নোটিশের ফরম।

ফরম নং ১৫

সাক্ষী উপস্থিতির নোটিশ

[বিধি ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

প্রাপক----------

নাম ----------

পিতার/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

আপনাকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে, অত্র বোর্ডের ----------সালের .....নম্বর কেইসে আপনাকে দরখাস্তকারীর/অপর পক্ষের আবেদনক্রমে সাক্ষী দেওয়ার জন্য আগামী.....:.....তারিখে.....সকাল..... টার সময় অত্র বোর্ডের অফিসে/.....ইউনিয়ন.....পরিষদ অফিসে অনুষ্ঠিতব্য অত্র বোর্ডের অধিবেশনে হাজির হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। উক্ত সময়ে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে বা সাক্ষ্য প্রদান না করিলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

ইহা অত্র বোর্ডের সীল ও আমার স্বাক্ষরে অদ্য.....তারিখে জারী করা হইল।

(----------)

বোর্ডের পক্ষে

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ১৮ এবং বিধি ১৩(৫) মোতাবেক দলিল উপস্থাপনের নোটিশ ফরম।

ফরম নম্বর-১৬

দলিল উপস্থাপনের নোটিশ

[বিধি ১৩(৫) দ্রষ্টব্য]

.....ঋণ সালিশি বোর্ড।

প্রাপক ঃ

নাম----------

পিতা/স্বামীর নাম----------

গ্রাম----------

ইউনিয়ন----------

উপজেলা----------

জনাব.....পিতা/স্বামী.....গ্রাম.....ইউনিয়ন.....উপজেলা.....কর্তৃক দায়েরকৃত অত্র বোর্ডের.....সালের.....নম্বর কেইসে.....দলিল পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বোর্ডের নিকট ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে উক্ত দলিলটি আপনার ব্যক্তিগত অফিসের হেফাজতে রহিয়াছে। আগামী.....তারিখের.....টার সময়ে.....অফিসে অনুষ্ঠিতব্য অত্র বোর্ডের অধিবেশনে উক্ত দলিলটি ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করিবার জন্য এতদ্দ্বারা আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হইল। উহা উক্ত সময়ে উপস্থাপন না করিলে বা করিতে ব্যর্থ হইলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ইহা অত্র বোর্ডের সীল ও আমার স্বাক্ষরে অদ্য----------তারিখে জারী করা হইল।

বোর্ডের পক্ষে

( )

চেয়ারম্যান

----------ঋণ সালিসি বোর্ড।

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯(১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ২০ এবং

ফরম নম্বর-১৭

[বিধি ২৩(১) দ্রষ্টব্য]

প্রাপক ঃ

(১) ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(২) কালেক্টার———————

প্রেরক ঃ

———————উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড

অর্থবোর্ডের———————তারিখে সমাপ্ত বিগত তিন মাসের কার্যবিবরণী/

পূর্বের জের।	প্রতিবেদনাধীন সময়ে দায়েরকৃত কেইসের সংখ্যা।	মোট	প্রতিবেদনাধীন সময়ে নিষ্পত্তিকৃত কেইসের সংখ্যা।			
			প্রতিদ্বন্দ্বিত	একতরফা	আপোষ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

বিধি ২৩ মোতাবেক বোর্ড কর্তৃক ত্রৈমাসিক রিটার্ণের ফরম।

প্রতিবেদন নিম্নোক্ত ছকে সদয় অবগতি ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ

অনিষ্পত্তিকৃত কেইসের সংখ্যা। (৬—৭)	পূর্ববর্তী তিন মাসের		মন্তব্য
	দায়েরকৃত কেইসের সংখ্যা।	নিষ্পত্তিকৃত কেইসের সংখ্যা।	
৮	৯	১০	১১

( )

চেয়ারম্যান

ঋণ সালিসি বোর্ড।

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ২৫ এবং বিধি ২২ মোতাবেক প্রদত্ত দরখাস্ত রেজিস্টারের ফরম।

ফরম নম্বর-১৮

[বিধি ২২ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং।	কেইস নম্বর	দরখাস্তকারীর নাম ঠিকানা।	অপর পক্ষের নাম ঠিকানা।	আইনের ধারা।	দরখাস্তের বিষয়বস্তু।	বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও তারিখ।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ২৫ এবং বিধি ১৯(৬) মোতাবেক অর্ডারশীট এবং কেইস রেজিস্টারের ফরম।

ফরম নম্বর ১৯

[বিধি ২২ দ্রষ্টব্য]

অর্ডারশীট এবং কেইস রেজিস্টার

ক্রমিক নং।	কেইস নম্বর	দরখাস্তকারীর নাম ঠিকানা।	অপর পক্ষের নাম ঠিকানা।	আইনের ধারা।	দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ এবং পরবর্তী তারিখ-সমূহ।	সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত সার এবং তারিখ।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ২৫ এবং বিধি ২২ মোতাবেক প্রদত্ত নোটিশ রেজিস্টারের ফরম।

ফরম নম্বর ২০

[বিধি ২২ দ্রষ্টব্য]

নোটিশ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট কেইসের নং এবং অর্ডারের তারিখ।	নোটিশ যাহার উপর জারী হইবে তাহার নাম ও ঠিকানা।	জারীকারকের হাতে প্রদানের তারিখ।	নোটিশ ফেরত প্রদানের জন্য নির্দ্ধারিত তারিখ।	নোটিশ গ্রহণ-কারীর স্বাক্ষর ও তারিখ।	ফেরত প্রদানের তারিখ।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ২৫ এবং বিধি ২২ মোতাবেক
প্রদত্ত নিষ্পত্তি রেজিস্টার ফরম

ফরম নম্বর-২১

(বিধি ২২ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং।	কেইস নম্বর	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা।	অপর পক্ষের নাম ও ঠিকানা।	আইনের ধারা।	সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত সার এবং তারিখ।	বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর এবং তারিখ।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, মে ২, ১৯৯১ ৪০৫৩

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ২৫ এবং বিধি ১১(৬) মোতাবেক
দৈনন্দিন আয় ও ব্যয়ের ফরম

ফরম নং-২২

[বিধি ১১(৬) দ্রষ্টব্য]

আয় ব্যয়ের রেজিস্টার

উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড

আয়

তারিখ	প্রাপ্তির নম্বর	বিবরণ	বেতন	ভাতা	আনুষংগিক		বিবিধ	মোট	শ্রেণী বিন্যাস
					স্থায়ী অগ্রিম	অগ্রিম			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

চেয়ারম্যান
উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড।

ব্যয়										
তারিখ	প্রাপ্তির নম্বর	সাব-ভাউচার নম্বর।	বিবরণ	বেতন	ভাতা	আনুষংগিক		বিবিধ	মোট	শ্রেণী বিন্যাস
						স্থায়ী অগ্রিম হইতে	প্রদেয় হিসাবে উল্লেখিত অর্থ হইতে।			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

চেয়ারম্যান
উপজেলা ঋণ সালিসি বোর্ড।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ, এইচ, এম, সিরাজুল হক
যুগ্ম-সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্‌ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।